Chapra Bangaljhi Mahavidyalaya

Department Of Sanskrit

Date: 08/04/2020

Study Material

For

4th Semester (Hons.)

Katama kavita by Srinivas Rath

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

Prepared By

Jhantu Das

Dept. of Sanskrit, CBM

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

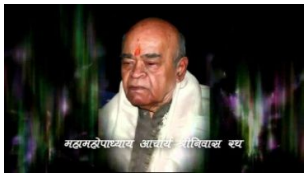

শ্রীনিবাস রথ

- **কবি পরিচিতি**

অধ্যাপক শ্রীনিবাস রথ অর্বাচীন সংস্কৃত কাব্যপরম্পরায় একজন সার্থক সরস কবি। তিনি বন্ধু, শ্রোতা এবং ছাত্রদের কাছে 'রথ সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীনিবাস রথের জন্ম কার্তিক পূর্ণিমায় ১৯৩৩ সালে উড়িষ্যার পুরীতে। তাঁর পিতা ছিলেন পণ্ডিত জগন্নাথ শাস্ত্রী 'কাব্যতির্থ'। তিনি সংস্কৃতের একজন পন্ডিত ছিলেন। তার পিতা তাকে মোরেনার গোপাল দিগম্বর জৈন কলেজে গদ্যচিত্তচিন্তমণি, প্রমেয়কমলমার্তণ্ড এবং শাকটায়ণ ব্যাকরণের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি মোরেনায় 'সনাতন ব্রহ্ম বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীনিবাস রথ তাঁর বাবার কাছে ৬ বছর বছর বয়স থেকে অবস্থান করে দশম, প্রথমা, মধ্যমা এবং উত্তরমধ্যমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সাহারনপুরের এস.ডি মহাবিদ্যালয় থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৫১-১৯৫৩ সালে বিক্টোরিয়া কলেজ, গোয়ালিয়র থেকে স্নাতক (বি.এ) পাস করেন। এর পরে, তিনি বেনরস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ (সংস্কৃত) এবং সাহিত্যাচার্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের তার প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন বলদেব উপাধ্যায়। তিনি উজ্জয়িনীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কুলপতিও ছিলেন।

- **কর্মজীবন**

কবি শ্রীনিবাস প্রথম কর্মজীবন শুরু করেছিলেন মাধব মহাবিদ্যায়ের অতিথি অধ্যাপক হিসাবে। তারপর ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ সালে তিনি সাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। শ্রীনিবাস রথ মধ্যপ্রদেশের উজ্জনিয়ীর বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে আসীন ছিলেন। একইসাথে তিনি কালিদাস একাডেমী, উজ্জয়িনী ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সমারোহ সমিতির সেক্রেটারি ছিলেন। শ্রীনিবাস রথ কালিদাস সমরোহ পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, যা ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল 'ত্রিবিক্রম' পত্রিকার প্রথম 'কালিদাস বিশেষ সংখ্যা' ছিল। ১৯৭৮ সালে তিনি কালিদাস একাডেমির সম্মানীয় উপ পরিচালক হন এবং তারপর ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত তিনি একই অকাদেমীর পরিচালক হিসাবে কাজ করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় বেদবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদের কর্মভাব বহন করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে ৩-৯ই জানুয়ারী ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনের ৭ই জানুয়ারী তারিখে চেয়ারম্যান ছিলেন কবি শ্রীনিবাস রথ। এছাড়াও ২০০৭ ও ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ববৈদিক সম্মেলনের (প্রথম এবং দ্বিতীয়) সাফল্যের মূল কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। আকাশবাণী রঙ্গমঞ্চের জন্য সংস্কৃত নাটকের নির্দেশনাও করেছেন। অবশেষে ২০১৪ সালের ১৩ই জুন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে তাঁর জীবনাবসান হয়।

- **সম্মাননা ও সম্মান**

আধুনিক কবি শ্রীনিবাস রথ অনেক পুরস্কার ও সম্মানে সম্মানিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হয়,

1. শ্রী রথকে তাঁর অসামান্য সংস্কৃত সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।
2. ১৯৯৯ সালে তাঁর প্রথম রচনা 'তদেব গগনাং সৈব ধরা' গীতিকাব্যের জন্য সাহিত্য অকাদেমী পুরষ্কার পেয়েছিলেন দিল্লি সাহিত্য অকাদেমী থেকে।
3. ২০০৬ সালে তাঁকে উত্তরপ্রদেশ সংস্কৃত সংস্থার মর্যাদাপূর্ণ 'বিশ্বভারতী পুরষ্কার' দেওয়া হয়েছিল।

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

4. সংবৎ ১০৬৪ তে, স্বরূপানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাশ্রী ধর্মার্থ ন্যাস, বারানসী থেকে ৫১,০০০/- টাকার সাম্মানিক পুরষ্কার পেয়েছিলেন।
5. ২০০৭ সালে Kunjani Raja Academy of Indological Research প্রতিষ্ঠান তাকে 'সার্বভৌম রাজপ্রভা পুরষ্কার' দিয়েছিলেন।
6. ২০১২ সালে 'পণ্ডিত রাজ জগন্নাথ পুরষ্কার' দিয়েছিল দেববাণী পরিষদ্, দিল্লি।
7. মধ্যপ্রদেশ সাহিত্য পরিষদ্ দ্বারা উরুভঙ্গের হিন্দী নাট্যে রূপান্তরের জন্য কবি শ্রী রথ 'রাজশেখর পুরস্কার' লাভ করেন।

এছাড়াও সারাজীবনে তিনি অনেক ক্ষুদ্র সম্মানও পেয়েছিলেন।

- **কাব্যকৃতি**

আচার্য শ্রী নিবাস রথ তাঁর সাহিত্যচর্চা ও কবিতার কৃতিত্ব তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা জগন্নাথ শর্মা 'কাব্যতির্থ' এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় গুরু মহামহোপাধ্যায় আচার্য বলদেব উপাধ্যায়ের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন। বাবার পায়ের কাছে বসে তিনি পুরো অষ্টাধ্যায়ী, অমরকোশ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি তার কাকতো অনুজ শ্রী সোমনাথ রথের কাছ থেকে সংস্কৃত ভাষায় পদ্যরচনা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি অনেকগুলি চিঠিপত্র, সম্যসাপূর্ণি এবং অভিনন্দনপত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন।

তাঁর প্রকাশিত রচনাবলি হল –

(১) তাদেব গগনং সৈব ধারা (প্রথম কাব্যগ্রন্থ, সংস্কৃত গীতিকাব্য, রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, দিল্লী, ১৯৯০)
(২) বলদেবচরিতম্ মহাকাব্যম্ (পঞ্চ সর্গ বিশিষ্ট, দূর্বা পত্রিকায় প্রকাশিত)
(৩) বনস্যাতিদ্বয়ী কথা
(৪) ভারতীয় কবিতাএঁ (বেশ কিছু সংস্কৃত কবিতা আছে, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত)
(৫) মেঘদূতের হিন্দি অনুবাদ (চিত্রানুবাদঃ)

এছাড়াও 'আধুনিক কবিতা ও কবিতার আধুনিকতা' বিষয় নিয়ে আচার্য শ্রী নিবাস রথের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ 'নবন্মেষঃ:' যা রাজস্থান সংস্কৃত অকাদেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

- **তদেব গগনং সৈব ধরা**

'তদেব গগনং সৈব ধরা' শ্রীনিবাস রথ রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। ১৯৯০ সালে দিল্লীর রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান এই বইটি প্রথম প্রকাশ করে। ১৯৯৯ সালে এই গ্রন্থটির জন্য শ্রীনিবাস সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৬২টি স্বরচিত কবিতার সংকলন এটি। সমাজে মানুষের পরিবর্তনযুক্ত স্বভাব, ব্যবহার বিপর্য্যয়, সদাচারবিমুখতা, নেতাদের স্বার্থপরতা, যুবকদের মনে ব্যাপ্ত নিরাশাবাদ ইত্যাদিকে লেখক নতুন ভঙ্গীতে উপস্থাপন করেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কবির সংবেদনশীলতা এই কাব্যে প্রকাশিত। 'ভারতজননী' শীর্ষক কবিতায় ভারতমাতাকে সেবা করার ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে কবির। বিষয়বস্তুতে নবীনতা ও নব্যকাব্যশৈলী ইত্যাদিতে লেখকের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্যের 'উজ্জয়িনী জয়তে' কবিতাতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। 'রক্ষ তদ্ ভারতম্' কবিতাতে সুন্দরভাবে ভারতের চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক এবং বারবার প্রার্থনা জানিয়েছেন সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য, যে ভারতে ঋগ্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ববেদ রচিত হয়েছিল। যেখানে সংস্কৃতভাষা দেববাণীরূপে সম্মানিতা, যেখানে ক্রৌঞ্চদুঃখে বিগলিত হয়ে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন এবং যেখানে হিমালয়, মন্দাকিনী, বিন্ধ্যপর্বত, নর্মদা, কৃষ্ণা, ভাগীরথী, গোদাবরী প্রবাহিত সেই ভারতকে রক্ষা করার জন্য। ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ভিন্ন, বেশভূষা ভিন্ন তবু লোকতন্ত্রের উদয়ে সবাই এক। সেই ভারতকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানিয়েছেন লেখক। 'জয়তি সংস্কৃতভারতী' কবিতাতে সংস্কৃত ভাষার বিশালতার জয় ঘোষণা করেছেন। 'মধ্যপ্রদেশ জয় হে!' কবিতাতে মধ্যপ্রদেশের রত্নগর্ভ বসুন্ধরার বর্ণনা করা হয়েছে।

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

'আধুনিকে জীবনে' কবিতাতে আধুনিক জীবনকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন। আধুনিক জীবনের সৌন্দর্য দৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে। জীবনে অধুনাতনে, কিং মধুনা, বিজ্ঞাননৌকা, পাহি মুকুন্দং হরে ইত্যাদি গীতির মধ্যে সাম্প্রতিক জীবনে ঘটমান আচারের বিপর্য্যয়, পুরুষার্থ বিপর্য্যয়, সাধারণ জনের প্রভাব ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীরথের গীতিকাব্যগুলিতে সাম্প্রতিক জীবনে পরিদৃশ্যমান দুরন্ত জীবনযাত্রা, নেতৃবর্গের স্বার্থান্ধতা ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে। 'বিজ্ঞাননৌকা' কবিতাতে কবি লিখেছেন সংস্কৃতের উপবনে দূর্বা শুকিয়ে গেছে, এখন ঘর ও অঙ্গনে সবাই ক্যাকটাস লাগায়। মানবসভ্যতা এখন সন্তপ্ত। পৃথিবীতে জীবজগতের রক্ষা এখন সংকটের মধ্যে।

'তদেব গগনং সৈব ধরা' কাব্যসংগ্রহে সংস্কৃতগীতরচনার মাধ্যমে অধুনাতন ভাববোধ এবং পারম্পরিক অভিব্যক্তির এক অনুপম চিন্তন প্রকাশ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় একতা, দেশভক্তি, নবজাগরণ, আধুনিক জীবনের নানা বিচিত্র বর্ণনা এতে পরিলক্ষিত হয়।

'বিপত্রিত-জীবন-লতিকা'-তে নবীনতা এবং রহস্যাত্মক অনুভূতি দেখা যায়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক উন্নতির মধ্যে শ্রী রথ লক্ষ্য করেছিলেন মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গুরুত্বের অবক্ষয়। সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্রীড়াঙ্গন হতে দূষণ দূর করতে লেখক গীতিকাব্যে বর্ণনার উপর জোর দিয়েছেন।

'কতমা কবিতা' এই কবিতায় ৫টি গীতিতে সুন্দরভাবে সমাজের অবক্ষয় দেখিয়েছেন। সাধারণ মানুষের দুর্দশা কথা বলেছন। একই সাথে এগিয়ে যাবার পথেরও অনুসন্ধানী হয়েছেন কবি শ্রীনিবাস রথ।

- **কতমা কবিতা**

'তদেব গগনং সৈব ধরা' শ্রীনিবাস রথ রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। 'কতমা কবিতা' এই কবিতা এই সংগ্রহ থেকে গৃহীত হয়েছে। সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় পূর্ণ এই কবিতাটি ভারতের জরুরি অবস্থার (১৯৭১ সালের) কথা বর্ণিত হয়েছে।

সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কবি বলছেন, যেদিকেই তাকাও, সর্বত্র অন্ধকারের রাজত্ব। এমন পরিস্থিতিতে সূর্য দেখাটাও মুশকিল। কে সূর্য দেখার সাহস করে এবং শ্রদ্ধা জানায় ? সর্বত্র মিথ্যা, ছলনা, জালিয়াতি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, লুটপাট চলছে। প্রত্যেকেই যেন কেন প্রকারেণ স্বার্থপরতায় লিপ্ত। কারও মধ্যে সঠিক পথ অনুসরণ করার উৎসাহ নেই এবং কেউ সঠিক কথা বলারও সাহস করে না।

এর প্রভাব মানুষের পাশাপাশি প্রকৃতির উপরও দেখা যায়। জলাশয় ইত্যাদি যা জলে ভরা ছিল, বৃষ্টি না হওয়ায় তারা শুকিয়ে গেছে। গাছগুলিতে ফুল ফোটে না। ভ্রমরেরা তাদের উপর আর ঘোরাঘুরি করছে না। দেখে মনে হচ্ছে যেন ভ্রমরের গুঞ্জনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এই কারণে তারা চুপ করে গেছে। ভাগ্যের প্রতিকূলতার কারণে কিভাবে নদীগুলি সমৃদ্ধ হয় ? কীভাবে জল ধরে রেখে ভাগ্যবান হওয়া উচিত? প্রতিটি কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে মানবিকতাকে দমন করা হচ্ছে। মানুষের সামাজিকতাও সঙ্কুচিত হচ্ছে। সরকারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষ এতটাই আহত হয়েছে যে তারা সাধারণ কাজও করতে পারছে না। ন্যায়-নীতির পথ অনুসরণকারীদের অসুবিধার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মানবতাকে ভয়ে দমন করলে সামাজিকীকরণের অবসান ঘটবে।

সংস্কৃতি এমন করুণ পরিস্থিতিতে শেষ হতে চলেছে। সংস্কৃতি যদি মুছে যায়, তবে মানুষ আধ্যাত্মিক সুখ কোথায় পাবে ? যখন কোনও ব্যক্তির মন শান্ত এবং প্রফুল্ল থাকে, তখন কেবল অন্যান্য বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ জিনিসগুলি মনোরম বলে মনে হয়। এমন পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিকতার বাণী, বেদ রহস্যময়তা এবং বুদ্ধের শিক্ষাগুলি এবং তাঁর করুণাকে কে পছন্দ করবে ? গল্প হিসাবে ইতিহাসের পাতায় এই সমস্ত জিনিস থাকবে, তারা হাস্যস্পদ হয়ে উঠবে। জীবনে নৈতিকতা শোনার ধৈর্য কারও কাছে নেই এবং এ থেকে দূরে থাকুন।

অবশেষে অধ্যাপক শ্রীনিবাস রথ বলছেন- মনুষ্য আমাকে বল, এমন কোন কবিতাটি রচনা করা উচিত যা তোমাকে সঠিক পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে ? আপনার চিন্তাভাবনা সুরক্ষিত হোক এবং অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য সহকারে এগিয়ে চলুন, নৈতিকতা বজায় রাখুন।

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

কতমা কবিতা

- **কবিতা - ১**

বদ রে ! তিমিরে তব নেত্রপথং কতমা কবিতা বিততং কুরুতাম্ ?

অন্বয় : রে বদ ! (অস্মিন্) তিমিরে কতমা কবিতা তব নেত্রপথম্ বিততম্ কুরুতাম্ ?

শব্দার্থ : রে – নীচ বা হীন ব্যক্তিদেব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্বোধনার্থক অব্যয় পদ। বদ – বল। (অস্মিন্) তিমিরে – এই অন্ধকারে। কতমা কবিতা – কোন কবিতা। তব – তোমার। নেত্রপথম্ - দৃষ্টিপথকে। বিততম্ – বিস্তৃত। কুরুতাম্ - করবে ?

বঙ্গানুবাদ : হে ! বল, এই অন্ধকারে (জরুরী পরিস্থিতিতে) কোন কবিতা তোমার দৃষ্টিপথকে বিস্তৃত করবে বা সন্মার্গ নির্দেশ করবে ?

ভবতাপকথাঽনবধানতয়া
প্রথিতা ভুবি নাঽবগতা।
পরিবারিতবারিধরপ্রসরা
বিবশা সকলাঽপি ধরা বিকলা॥

অন্বয় : ভুবি ভবতাপকথা প্রথিতা, অনবধানতয়া ভবতা ন অবগতা। পরিবারিতবারিধরপ্রসরা সকলা অপি ধরা বিবশা বিকলা (অভবৎ)।

শব্দার্থ : ভুবি – এই ভুবনে। ভবতাপকথা - জগতের তাপকথা অর্থাৎ দুঃখ যন্ত্রণার কথা। প্রথিতা - প্রথিত আছে (অতি পরিচিত বা প্রসিদ্ধ আচ্ছে। অনবধানতয়া – ভবতা – তুমি। ন অবগতা – বুঝতে পারনি। পরিবারিতবারিধরপ্রসরা - সব দিক দিয়ে মেঘের জলধারার বেগ যেখানে অবরুদ্ধ। সকলা – সমস্ত। ধরা অপি - ধরণীই। বিবশা – ব্যাকুল / অস্বতন্ত্র। বিকলা (অভবৎ) - বিহ্বল / স্বভাবহীন হয়ে গেছে।

অনুবাদ : এই ভুবনে জগতের তাপকথা অর্থাৎ দুঃখ যন্ত্রণার কথা প্রসিদ্ধ আচ্ছে। অসাবধানবশত তুমি তা বুঝতে পারনি। সব দিক দিয়ে মেঘের জলধারার বেগ যেখানে অবরুদ্ধ সেই সমস্ত ধরণীই ব্যাকুল বিহ্বল (হয়ে গেছে)।

- **কবিতা - ২**

তমসা তরসা পিহিতে ভুবনে সবিতা কতি মানপদং ভজতাম্ ?

অন্বয় : তরসা তমসা পিহিতে ভুবনে সবিতা কতি মানপদম্ ভজতাম্ ?

শব্দার্থ : তরসা তমসা – প্রবল ঘন অন্ধকারের দ্বারা। পিহিতে ভুবনে – আচ্ছাদিত ভুবনে / নিমগ্ন পৃথিবীতে। সবিতা – সূর্য। কতি মানপদম্ – কতজনেরই বা সম্মান। ভজতাম্ – পাবে / লাভ করবে ?

বঙ্গানুবাদ : প্রবল ঘন অন্ধকারে পৃথিবী যেখানে নিমগ্ন সেখানে সূর্য কতজনেরই বা সম্মান পাবে। (কেউ সম্মানের পদ দেবে না এই তাৎপর্য)

সুমনোলতিকাসু গতাসু লয়ং
কুসুমপ্রসরস্য কথাপি গতা।
অলিপঙ্ক্তিরিয়ং বিপদং ভজতে
তনুতে ননু মৌনমলং বিকলম্॥ ২॥

অন্বয় : সুমনোলতিকাসু লয়ম্ গতাসু কুসুমপ্রসরস্য কথা অপি গতা। ইয়ম্ অলিপঙ্ক্তিঃ বিপদম্ ভজতে, ননু বিকলম্ মৌনমলম্ তনুতে।

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

শব্দার্থ : সুমনোলতিকাসু - সুন্দর পুষ্প লতাগুলি। লয়ম্ গতাসু – নষ্ট / ধ্বংশ হয়ে গেলে। কুসুমপ্রসরস্য – ফুল ফোটার। কথা অপি – কথাও। গতা – বৃথা। ইয়ম্ অলিপঙ্‌ক্তিঃ – এই ভ্রমরের দল। বিপদম্ – বিপদ। ভজতে – আবিষ্ট। ননু – অবশ্যই। বিকলম্ - বিকলতারূপ। মৌনমলম্ – মৌনভাব। তনুতে – বিস্তার করে।

বঙ্গানুবাদ : সুন্দর পুষ্প লতাগুলি নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে ফুল ফুটে সৌন্দর্য করবে এই ভাবনাও বৃথা। (তখন) ভ্রমরের দল বিপদে বা দুর্যগে আবিষ্ট হয়ে তাদের (দেহে) বিকলতারূপ মৌনভাব বিস্তার হয়।

- **কবিতা - ৩**

সরিতোঽপি কথং নিজবারিচয়ং বিধিনা যদি নাম হতা দধতাম্ ?

অন্বয় : যদি নাম বিধিনা হতাঃ, সরিতঃ অপি নিজবারিচয়ম্ কথম্ দধতাম্।

শব্দার্থ : যদি নাম বিধিনা হতাঃ - এই প্রতিকূল দৈব দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত। সরিতঃ অপি – সকল নদীরাও। নিজবারিচয়ম্ – নিজেদের জলরাশি বা সমস্ত জল প্রবাহ। কথম্ – কিভাবে দধতাম্ – ধারণ করবে।

বঙ্গানুবাদ : এই প্রতিকূল দৈব দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় সকল নদীরাও নিজেদের জলরাশি। কোন বিধির দ্বারা ধারণ করবে ?

অবিবেকহতা বহুসাধনতা
জননীতিপদে বিপদে ভবিতা।
যদি মানবতা ভয়ভারনতা
সকলাপি সমাজকথাঽবসিতা॥

অন্বয় : অবিবেকহতা বহুসাধনতা জননীতিপদে বিপদে ভবিতা। যদি মানবতা ভয়ভারনতা (তর্হি) সকলা সমাজকথা অপি অবসিতা (ভবিতা)।

শব্দার্থ : অবিবেকহতা – অবিবেকের দ্বারা ক্ষীণ বা আহত। বহুসাধনতা – অপার সাধন। জননীতিপদে – জননীতির পথে (মানুষের কল্যানে যে নীতি, সেই নীতির পথে) বিপদে ভবিতা – বিপদ বর্ষণ করবে। যদি মানবতা – যদি মানবিকতা। ভয়ভারনতা – ভয়ে সন্ত্রাসে নত হয়। (তর্হি) সকলা – সকল। সমাজকথা অপি – সামাজিকতাও। অবসিতা (ভবিতা) – বিনষ্ট বা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

বঙ্গানুবাদ : অবিবেকের দ্বারা আহত অপার সাধন জননীতির অর্থাৎ মানুষের কল্যানে যে নীতি তার পথে (সর্বদা) বিপদ বর্ষণ করবে। ভয়ের বা সন্ত্রাসের ভারে যদি মানবতা নত হয় বা ডুবে যায় (তাহলে) সকল সামাজিকতাও বিনষ্ট বা সমাপ্ত হয়ে যাবে।

- **কবিতা - ৪**

বিলয়ং যদি সংস্কৃতিরেব গতা কিয়দাত্মসুখং জনতা লভতাম্ ?

অন্বয় : যদি সংস্কৃতিঃ এব বিলয়ম্ গতা (তর্হি) জনতা কিয়ৎ আত্মসুখম্ লভতাম্ ?

শব্দার্থ : যদি – যদি। সংস্কৃতিঃ এব – সংস্কৃতিই। বিলয়ম্ গতা – শেষ হয়ে যায় / হারিয়ে যায় অর্থাৎ আর না থাকে। (তর্হি - তাহলে) জনতা – জনগণ না সাধারণ মানুষ। কিয়ৎ আত্মসুখম্ – কতটা আধ্যাত্মিক সুখ। লভতাম্ – লাভ করবে বা অনুভব করবে ?

বঙ্গানুবাদ : যদি সংস্কৃতিই বিলয় প্রাপ্ত হয় আর না থাকে তাহলে মানুষ কতটা আর আধ্যাত্মিক সুখ অনুভব করবে ?

বদ বেদগিরাং গুরুতা ক্ব গতা
ক্ব তথাগতবাক্করুণাপহতা
ইতিহাসগতা তব নৈতিকতা
পরিহাসকথেব বৃথা ভবতি॥

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II

অন্বয় : বদ, বেদগিরাম্ গুরুতা ক্ব গতা। তথাগতবাক্করুণা ক্ব অপহতা। ইতিহাসগতা তব নৈতিকতা পরিহাসকথা ইব বৃথা ভবিতা।

শব্দার্থ : বদ – বল। বেদগিরাম্ – বেদবাক্যের। গুরুতা – গুরুত্ব। ক্ব গতা – কোথায় গেল। তথাগতবাক্করুণা – তথাগত বুদ্ধের করুণার বাণী। ক্ব অপহতা – কোথায় অপহত হল বা হারিয়ে গেল। ইতিহাসগতা – ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বা অঙ্কিত। তব – তোমার। নৈতিকতা – নৈতিকতা। পরিহাসকথা ইব – পরিহাসের ছলে / গল্পের মত। বৃথা ভবিতা - ব্যার্থ হয়ে যাবে / অর্থহীন হয়ে যাবে।

বঙ্গানুবাদ : বল বেদবাক্যের সেই গুরুত্ব কোথায় গেল। তথাগত বুদ্ধের সেই করুণার বাণী কোথায় গেল বা অপহৃত হয়ে গেল। ইতিহাসে প্রসিদ্ধ তোমার নৈতিকতা পরিহাসের ছলে বা গল্পের মতোই ব্যার্থ বা অর্থহীন হয়ে যাবে (এই পরিস্থিতিতে)।

- **কবিতা - ৫**

প্রতিমাং প্রতি মা বিপরীততমা জনমানসবৃত্তিরিয়ং ঘটতাম্।
বদ রে তিমিরে তব নেত্রপথং কতমা কবিতা বিততং কুরুতাম্॥ ৫॥

অন্বয় : ইয়ং জনমানসবৃত্তিঃ প্রতিমাম্ প্রতি বিপরীততমা মা ঘটতাম্। রে বদ, তিমিরে কতমা কবিতা তব নেত্রপথম্ বিততম্ কুরুতাম্।

শব্দার্থ : ইয়ং এই। জনমানসবৃত্তিঃ – সাধারণ মানুষের ভাব। প্রতিমাং প্রতি – প্রতিমার প্রতি। বিপরীততমা – খুব বিপরীত। মা ঘটতাম্ – না হোক, না হয়ে যাক। রে – ওহে (সম্বোধনার্থক শব্দ) বদ – বল। তিমিরে – অন্ধকারে। কতমা কবিতা – কোন কবিতা। তব – তোমার। নেত্রপথম্ – দৃষ্টিপথকে। বিততম্ – বিস্তৃত। কুরুতাম্ – করবে ?

বঙ্গানুবাদ : এই সাধারণ মানুষের ভাব প্রতিমার প্রতি যেন খুব বিপরীত না হয়ে যায়। ওহে বল, এই অন্ধাকার সময়ে কোন কবিতা তোমার দুরদৃষ্টিকে বিস্তৃত করবে ? অর্থাৎ কোন কবিতা এই সময়ে তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে ?

❖ **ভাবার্থ -** শ্রীনিবাস রথের এই কবিতায় মাত্র ৫টি পদ্যে যা বলতে চাইছেন, তা এইরূপ –

ওহে ! বলুন, এই জরুরী পরিস্থিতিতে কোন কবিতা আপনাকে পথ দেখাতে পারবে ? এই সময় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্ধকার স্থানে প্রদীপের শিখা যেমন বস্তুকে প্রকাশিত বা আলোকিত করে, তেমনিভাবে কবিতাও ভদ্রলোক ও সাধুদের পথ প্রদর্শন করে। তবে এই জরুরী পরিস্থিতিতে ব্যক্তিটি এতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে তিনি প্রকাশ্যে কথা বলতেও পারেন না। তার মত (অভিমত) প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তি তো কেবল ব্যক্তিই, অচেতন মেঘও সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। পৃথিবী ফেটে যাচ্ছে, গর্তগুলি দৃশ্যমান হচ্ছে। মেঘগুলি ফুলে ওঠে, কিন্তু তারা বর্ষণ করছে না। তাকে এমন অসহায় মনে হচ্ছে যেন কেউ তাকে বর্ষণ থেকে বিরত করছে বা তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তু পাওয়াটাও কঠিন হয়ে গেছে।

CBM/SANS-HCC-T-9/Section-C/Unit-II